'গল্পে গল্পে আল কুরআন' সিরিজ-৬

সোলায়মান
আলাইহিস সালাম
ও
পিঁপড়ে বাহিনী

মুহাম্মদ শামীমুল বারী

সোলায়মান আলাইহিস সালাম তাঁর এমন যোগ্যতার জন্য কোনো অহংকার প্রকাশ না করে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। মূলত মানুষের যোগ্যতা ও দক্ষতা আল্লাহর নিয়ামত। এ নিয়ামতের অধিকারী হয়ে শুকরিয়া আদায় করতে হয়। অহংকারী হলে আল্লাহ এ নিয়ামত উঠিয়ে নেন।

এ ঘটনা আল কুরআনের সূরা আন-নামলের ১৫ থেকে ১৯ নম্বর আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

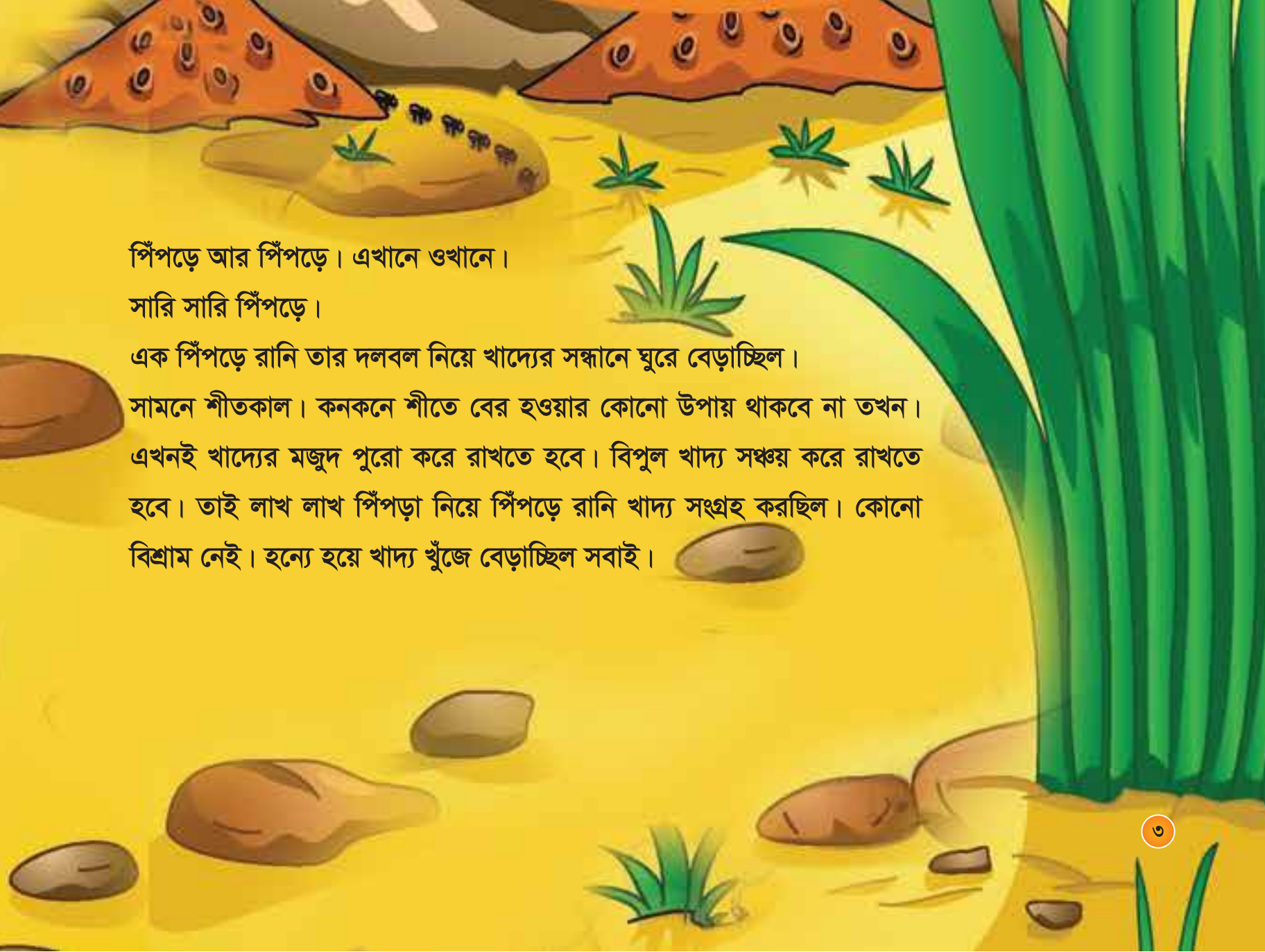

পিঁপড়ে আর পিঁপড়ে। এখানে ওখানে।

সারি সারি পিঁপড়ে।

এক পিঁপড়ে রানি তার দলবল নিয়ে খাদ্যের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

সামনে শীতকাল। কনকনে শীতে বের হওয়ার কোনো উপায় থাকবে না তখন। এখনই খাদ্যের মজুদ পুরো করে রাখতে হবে। বিপুল খাদ্য সঞ্চয় করে রাখতে হবে। তাই লাখ লাখ পিঁপড়া নিয়ে পিঁপড়ে রানি খাদ্য সংগ্রহ করছিল। কোনো বিশ্রাম নেই। হন্যে হয়ে খাদ্য খুঁজে বেড়াচ্ছিল সবাই।

পিঁপড়ে খুব ছোটো কীট হলেও বেশ বুদ্ধিমান। তারা খুব নিয়ম-নীতি মেনে চলে। একজন রানির নেতৃত্বে তারা চলে। দল বেঁধে কাজ করে। স্ত্রী পিঁপড়েরা হয় কর্মী, বেশ পরিশ্রমী। কখনো কোনো শত্রু এসে পড়লে সাথে সাথে তারা সতর্ক হয়ে যায়। প্রথমে একজন এগিয়ে গিয়ে খোঁজখবর নিয়ে আসে। তারপর তিন-চারজন বেরিয়ে আসে।

'গল্পে গল্পে আল কুরআন' সিরিজ-৭

হাবিল-কাবিলের গল্প

মুহাম্মদ শামীমুল বারী

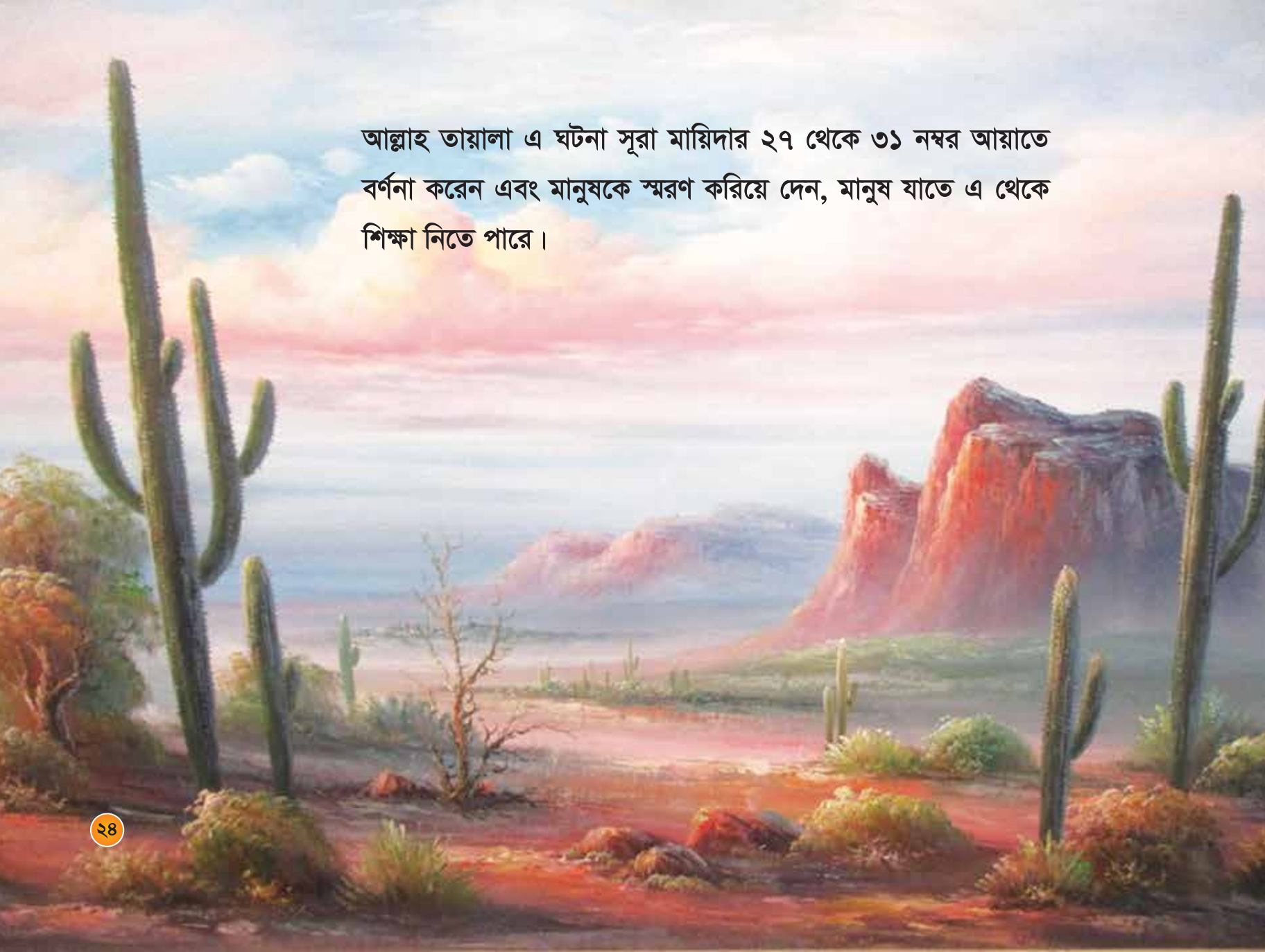

আল্লাহ তায়ালা এ ঘটনা সূরা মায়িদার ২৭ থেকে ৩১ নম্বর আয়াতে বর্ণনা করেন এবং মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেন, মানুষ যাতে এ থেকে শিক্ষা নিতে পারে।

এক মজার গল্প শোনো!

একদিন এক কাক একটি মরা কাককে নিয়ে এদিক-সেদিক উড়তে থাকে। মাটির এখানে বসে ওখানে বসে। কী যেন করতে চায়।

অবাক হয়ে এক যুবক দেখতে থাকে। দেখে, কাকটি মাটিতে ঠোকর দিচ্ছে। কিন্তু সেখানে তো কোনো খাবার নেই, কেন ঠোকর দিচ্ছে–যুবকটি ভাবতে থাকে। ঠোকর দিচ্ছে আর দিচ্ছে। দেখতে দেখতে কাকটা সেখানে একটা বড়ো গর্তই করে ফেলে। এবার মরা কাকটিকে নিয়ে সেখানে ফেলে দেয়। তারপর ঠোঁট আর পা দিয়ে গর্ত ভরাট করে ফেলে।

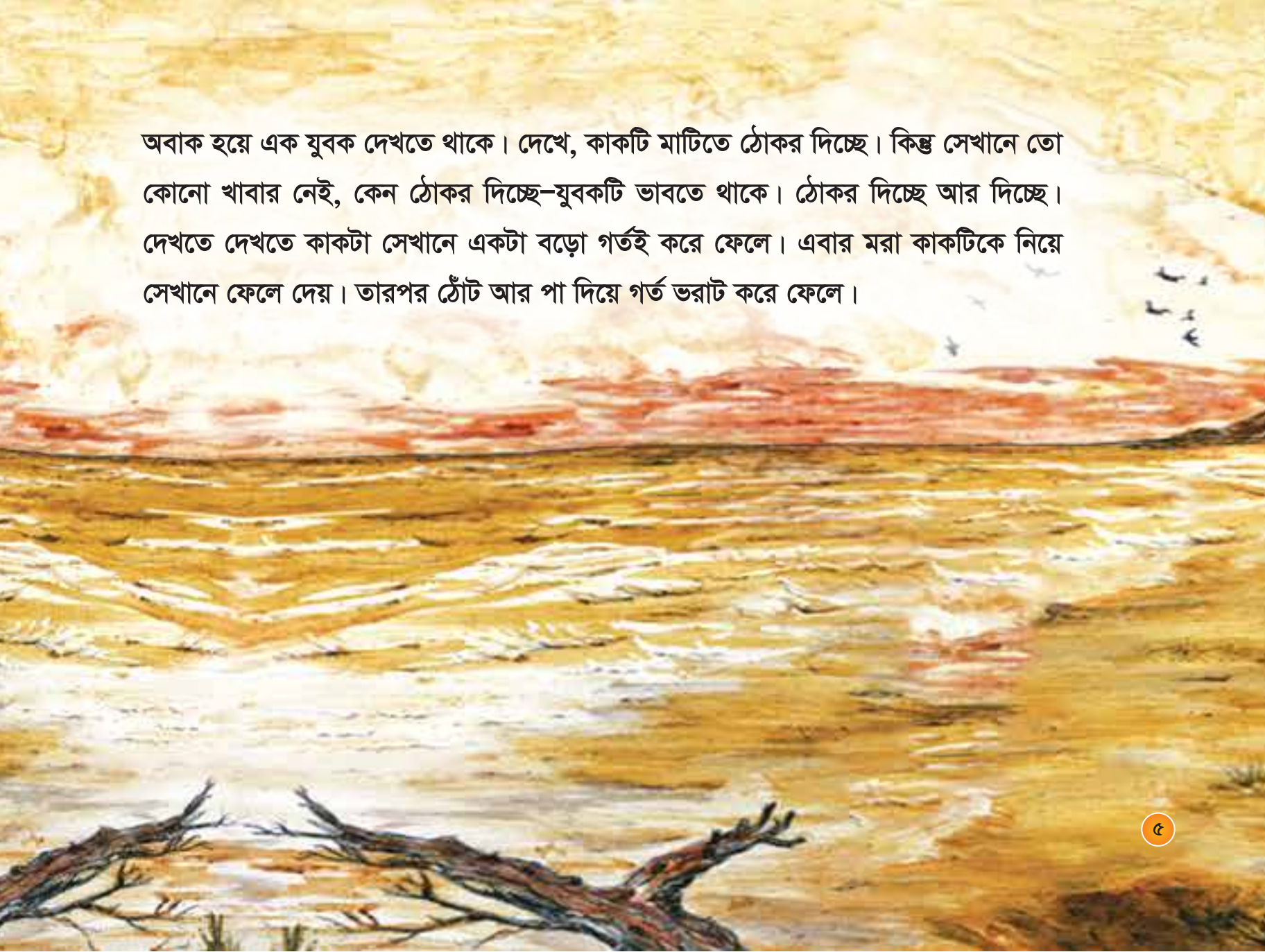

'গল্পে গল্পে আল কুরআন' সিরিজ-৮

আকাশ থেকে নেমে এলো খাদ্যসম্ভার

মুহাম্মদ শামীমুল বারী

আল্লাহর নবি ঈসা আলাইহিস সালাম বনু ইসরাইলকে সত্য ও সঠিক পথ দেখানোর জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। সে সময় অন্যায়, অসত্য ও অবিচারে সমাজ ছেয়ে যায়।

দেশের রাজা-বাদশাহরা তাদের খেয়াল-খুশিমতো দেশ চালাত। আল্লাহর আইনকে পরিবর্তন করে তাদের সুবিধামতো আইন রচনা করত। তাদের এ কাজে সহযোগিতা করত একশ্রেণির সুবিধাভোগী ধর্মীয় পুরোহিত।

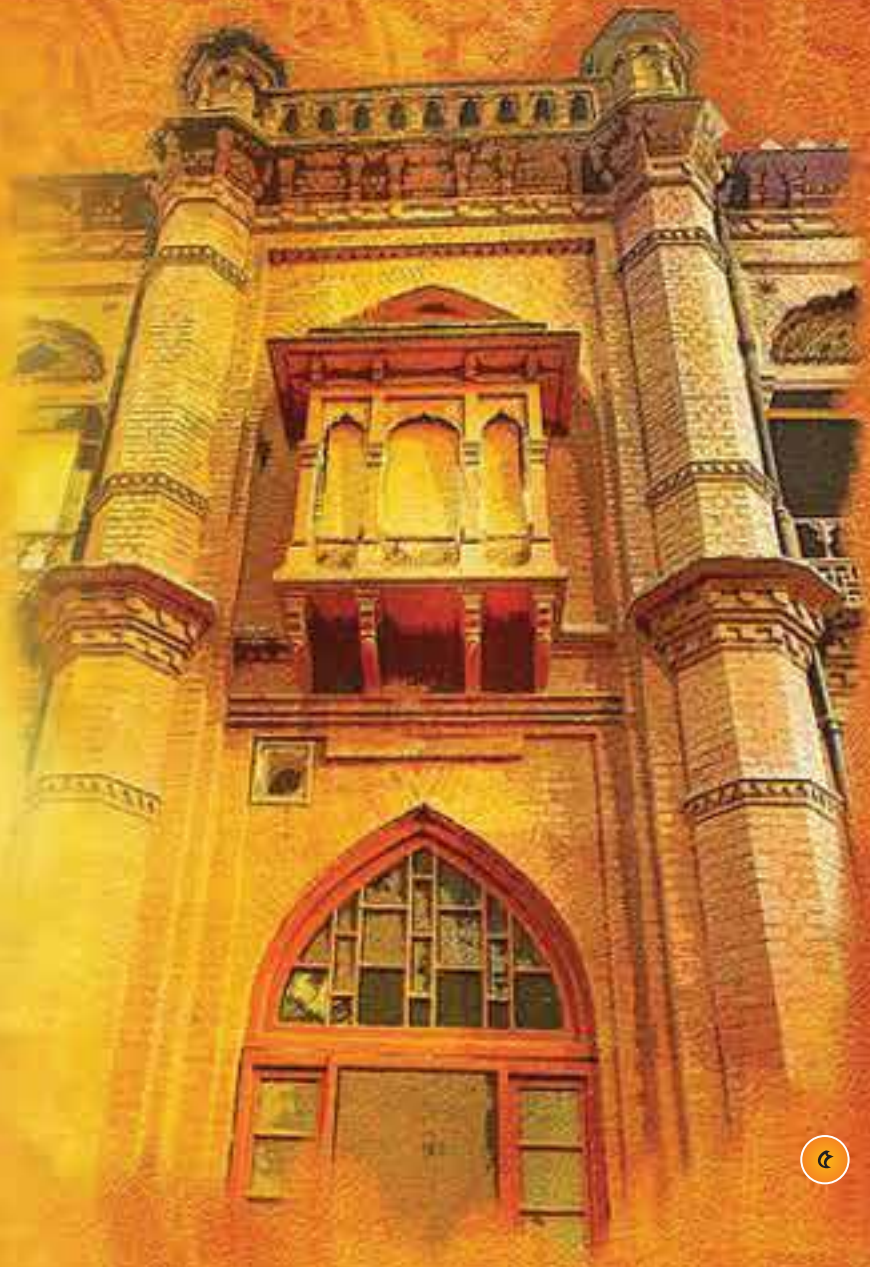

স্বার্থে আঘাত লাগায় ঈসা আলাইহিস সালামের সাথে এসব খারাপ লোক বিরোধিতা শুরু করল। তারা শত্রু হয়ে দাঁড়াল।

‘গল্পে গল্পে আল কুরআন’ সিরিজ-৯

মুসা আলাইহিস সালাম ও জাদুকরগণ

মুহাম্মদ শামীমুল বারী

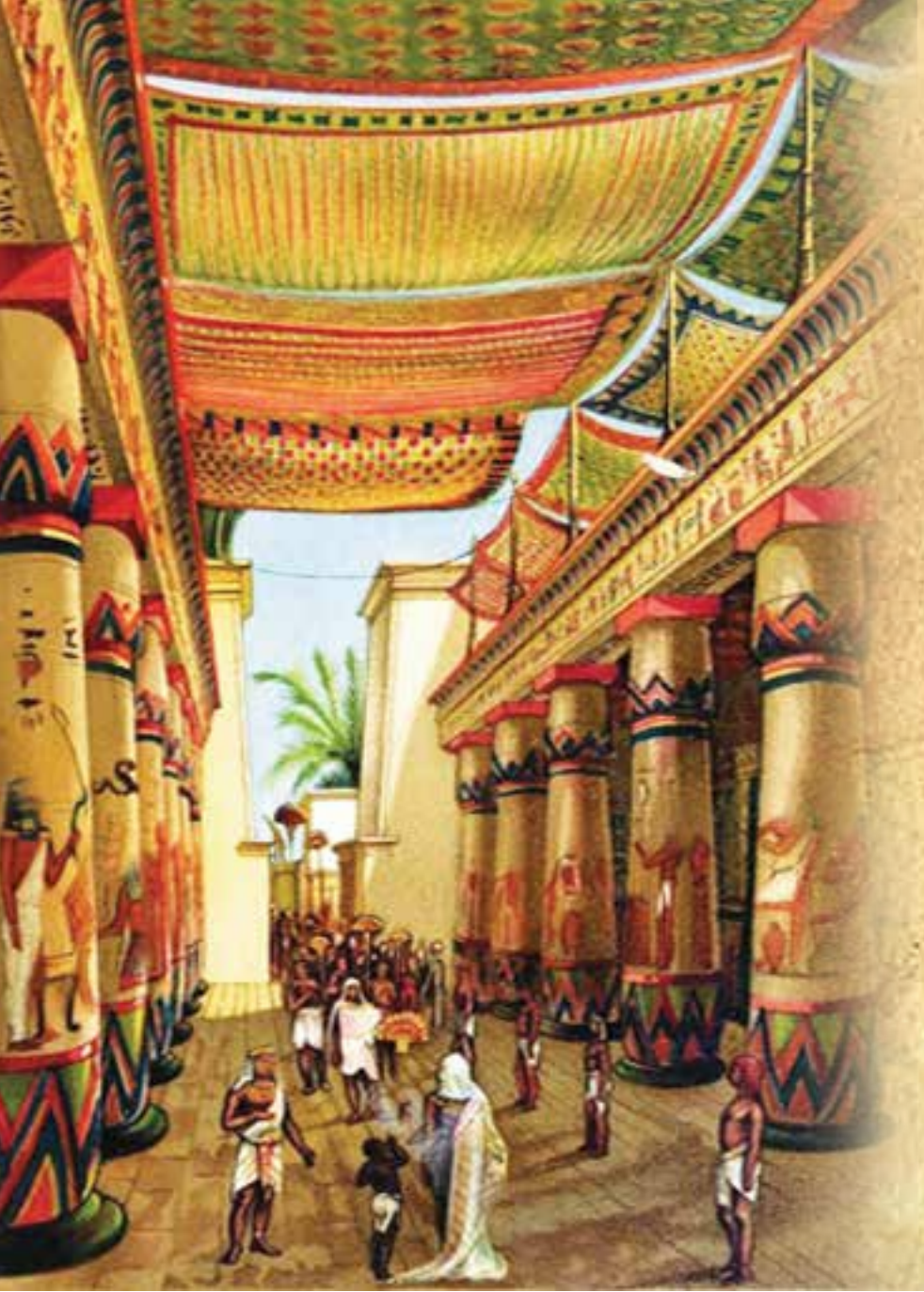

মিশরের প্রতাপশালী সম্রাট ফেরাউনের রাজদরবার।

আল্লাহ তায়ালা মুসা আলাইহিস সালামকে সেখানে গিয়ে দ্বীনের দাওয়াত দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। ফেরাউন নিজেকে খোদা ঘোষণা করে জনসাধারণকে তার পূজা করার নির্দেশ দেয়। সে পূর্বের ক্ষমতাসীন জাতি বনু ইসরাইলের

ওপর জুলুম-নির্যাতন, হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে গোলামে পরিণত করে।

আল্লাহর নবি মুসা আলাইহিস সালাম ভাই হারুন আলাইহিস সালামকে সাথে নিয়ে নির্ভীকভাবে রাজদরবারে চলে যান। মুসা আলাইহিস সালামের আগমন দেখে ফেরাউন বিস্মিত হয়ে যায়। সে ভাবতেও পারেনি, দুজন লোক এভাবে নির্ভয়ে রাজদরবারে ঢুকে যেতে পারে।

মুসা আলাইহিস সালাম সরাসরি ফেরাউনের সামনে এসে বললেন, 'আমি সমস্ত সৃষ্টির মালিক আল্লাহর কাছ থেকে এসেছি। তুমি তাঁকে প্রভু হিসেবে মেনে নাও।'

ফেরাউন বলল–'সমস্ত সৃষ্টির মালিক! সে আবার কে?'

মুসা আলাইহিস সালাম বললেন–'তিনি আসমান ও জমিন এবং উভয়ের মাঝের সবকিছুর মালিক। তিনি তোমার প্রভু! তোমার বাপ-দাদাদেরও প্রভু। তিনি পূর্ব-পশ্চিম সবদিকের মালিক। তিনি প্রত্যেক জিনিস সঠিক আকৃতিতে তৈরি করেছেন।'

'গল্পে গল্পে আল কুরআন' সিরিজ-১০

ইবরাহিম আলাইহিস সালামের সাথে নমরুদের বিতর্ক

মুহাম্মদ শামীমুল বারী

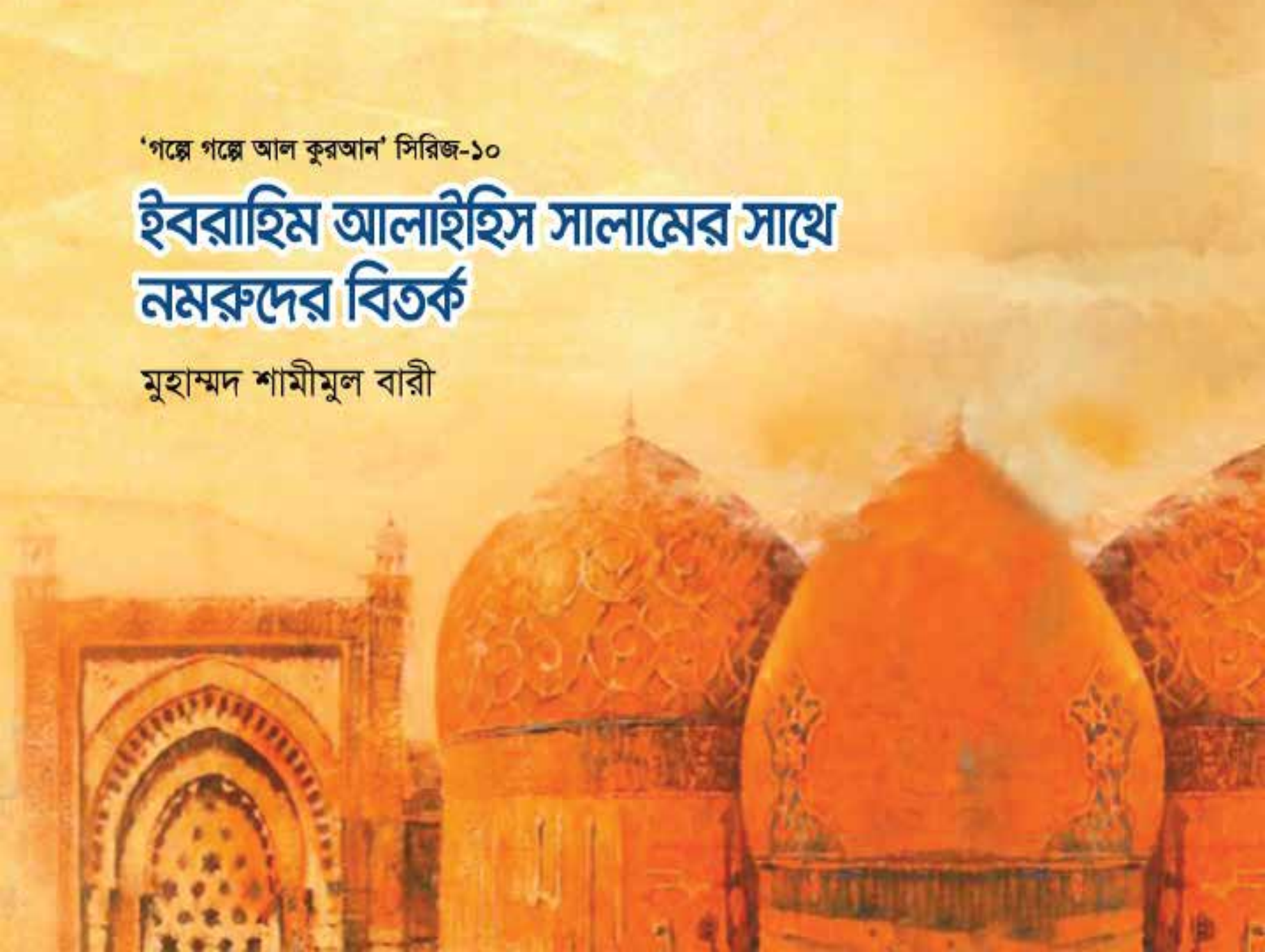

আজ থেকে ৪ হাজার বছর আগের কথা। ইরাকের বাদশাহ তখন নমরুদ। নিজেই সর্বেসর্বা। তার কথাই ছিল দেশের আইন-কানুন। সে যা বলত, তা-ই হতো।

নমরুদ নিজেকে খোদা দাবি করত। তার দেশের মানুষকে সে তার গোলাম মনে করত। মানুষকে তার পূজা করতে বলত। সে তাদের অনেক খোদার মধ্যে একজন ছিল। সে ছিল তাদের আইনদাতা ও শাসন কর্তৃত্বের মালিক। নমরুদ আবার তাদের কথিত অন্যান্য খোদার মূর্তি বানিয়ে পূজা করত। সবাইকে এ ধর্ম পালন ও প্রচার করতে বলত।

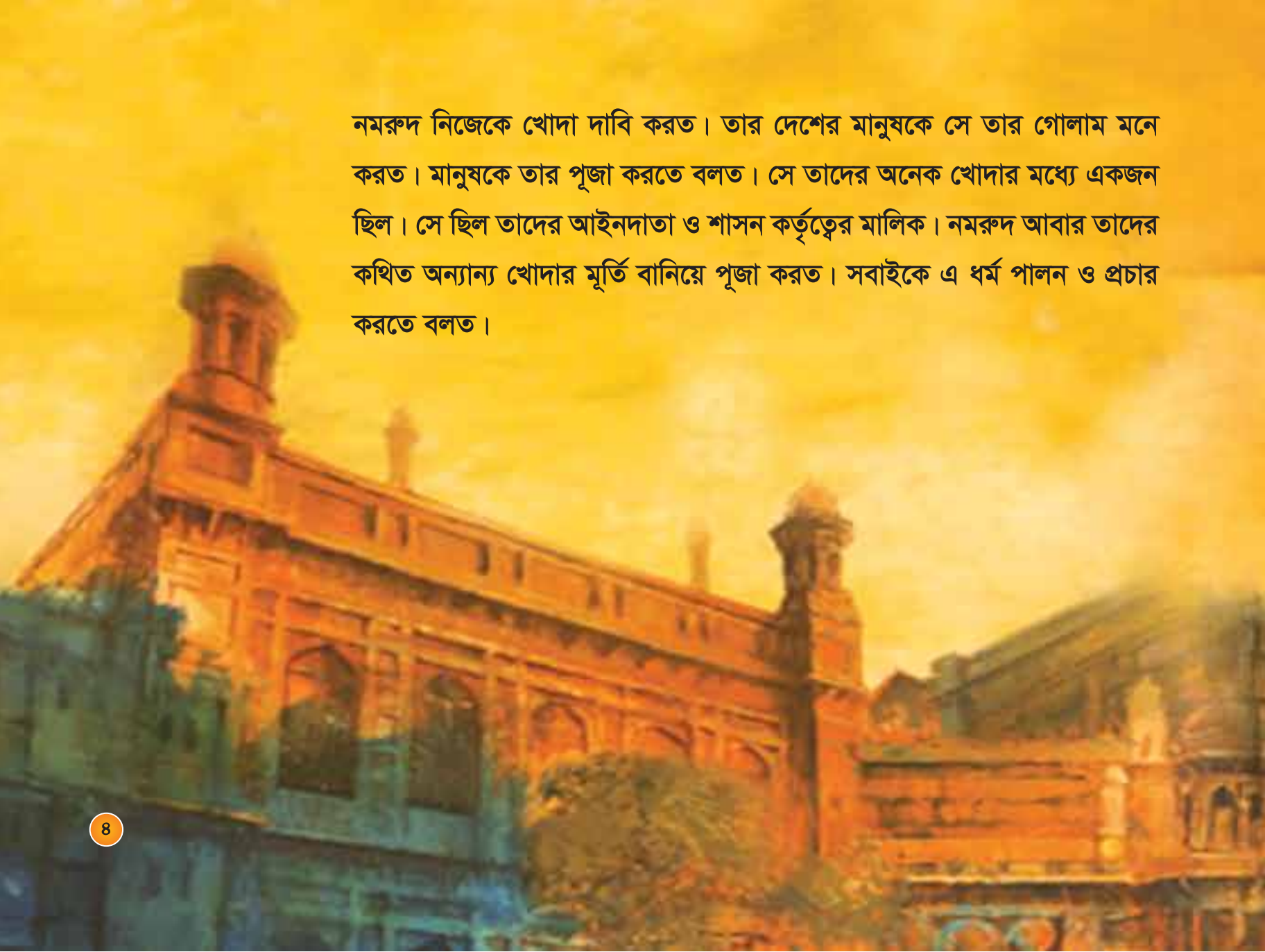

ইবরাহিম আলাইহিস সালামের
বাবা আজর ছিলেন নমরুদের
প্রধান রাজকর্মকর্তা। নমরুদের
একজন অনেক বড়ো অনুসারী।
সব কাজের সহায়তাকারী।